গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সোনালি আঁশের সোনার দেশ - পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ

জাতীয় পাট দিবস ২০২২

০৬ মার্চ ২০২২

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় পাট দিবস ২০২২' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের জাতীয় পাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ - পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সোনালি আঁশ হিসেবে খ্যাত পাটের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি গভীরভাবে জড়িত। এ দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে যেমন গুরুত্বের দাবিদার, তেমনি বিশ্ব বাজারেও এটি একটি অন্যন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। তাই কৃষিজ উন্নত পরিবর্তে পাটের ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাটখাতকে সুসংহত ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। পাটখাতের উন্নয়ন নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে 'পণ্য পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। পাট চাষদক্ষ পাটখাতের জীনমেধাভিত্তি উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্যোক্তাগণ ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছে। পাটশিল্পের বিকাশে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্ববাজে এসব পণ্যের চাহিদা এবং প্রোডাক্ট উৎপাদন হ্রাস করা আবশ্যক। আমি আশা করি, বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পাট চাষিগণ পাটের নায্য মূল্য পাবে এবং দেশের অর্থনীতি অধিকতর সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের সোনালি আঁশ পাট থেকে উৎপাদিত বহুমুখী পণ্যকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' উপলক্ষে পৃথিক সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

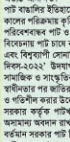

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৬ মার্চ 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ - পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য নিয়ে 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' উদযাপনের অংশ হিসেবে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগে আমি অত্যন্ত আশ্বস্ত।

পাট বাংলাদেশ হিসেবে নিবিড়ভাবে জড়িত আছে যা জাতি সত্তার পরিচয়বহী সংস্কৃতির অন্যতম উপকরণ। কালের পরিক্রমায় কৃষিজ উন্নত (পলিথিন) এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যুগে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৈচিত্র হয়েছে। পরিবেশবান্ধব স্বল্প বিনিয়োগে সম্ভবপর পাটের গুরুত্ব বিবেচনায় পাট রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্মকর্তা ও বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের অংশগ্রহণে বিগত ১৯তি বছরের নায় এবারও 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' উদযাপন করা হয়েছে। এ আয়োজন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে বলে আমি আশা করি। আয়োজন অত্যন্ত জাতীয়পূর্ণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমন্ধ বিশ্বে মর্যাদার সাথে তুলে ধরবে, বলে আমার বিশ্বাস।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাটখাতকে সুসংহত ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। এবারের জাতীয় পাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ - পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সোনালি আঁশ হিসেবে খ্যাত পাটের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি গভীরভাবে জড়িত। এ দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে যেমন গুরুত্বের দাবিদার, তেমনি বিশ্ব বাজারেও এটি একটি অন্যন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। তাই কৃষিজ উন্নত পরিবর্তে পাটের ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাটখাতকে সুসংহত ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। পাটখাতের উন্নয়ন নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে 'পণ্য পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। পাট চাষদক্ষ পাটখাতের জীনমেধাভিত্তি উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্যোক্তাগণ ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছে। পাটশিল্পের বিকাশে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বসেরে অন্য বাজিবিন্দু এসব পণ্যের চাহিদা এর প্রোডাক্ট উৎপাদন হ্রাস করা আবশ্যক। আমি আশা করি, বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পাট চাষিগণ পাটের নায্য মূল্য পাবে এবং দেশের অর্থনীতি অধিকতর সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের সোনালি আঁশ পাট থেকে উৎপাদিত বহুমুখী পণ্যকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস-২০২২' উপলক্ষে পৃথিক সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আবদুল হক

জেডিপিসি এবং বহুমুখী পাটপণ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোহাম্মদ আবুল কালাম এনডিসি
নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি

জাতীয় পাট দিবস-২০২২ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "সোনালী আঁশের সোনার দেশ - পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ" এ প্রতিপাদ্যকে সমাদে রেখে এ বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও আবেগের সাথে মিশে থাকা একটি অনুভূতির নাম পাট। পাটের সোনালী আঁশে আবৃত সমৃদ্ধ অতীত সত্তা ও অফিওরত সফলতায় কৃষিজ উন্নত মধ্যাপ্রদেশে বিশ্বজুড়ে বর্তমানে কিছুটা নিম্নস্তর দেখাবেও জ্বলন্নিহিত শক্তির বলে তা নতুন রূপে, বর্ষিত শক্তি নিয়ে পুনর্বিজয় অভিনব নিয়ে হাজির হয়েছে। ধান, গম, কাপেট প্রভৃতি পণ্যের মতো বাইরে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের অফিত সম্ভাবনা। ইউরোপীয় কনফিরেন্স অফিস ও কার্টেলিং সমাজভার ২০০৯ সালে ঢাকাতীন পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থাট ডাইভোসিফিকেশন প্রসেসন সেন্টার (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠাকালে মাত্র ৩টি বহুমুখী পাটপণ্য নিয়ে স্থানীয় বাজারে অগ্রসরকন্ন করে জেডিপিসি'র ১০ জন উদ্যোক্তা। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি কয়েক বছরী পাটের ব্যাপারী স্থান ব্যাপরী ছিল সম্ভব। নানাবিধ বৈশ্বিক ও ব্যবহারিক স্বাস্থ্যদায়ক কারণে বিশেষ করে পাটের তৈরি মহিলাদের ছাপানেরর বাগ, স্যুতা ও স্কুলসামগ্রি বস্তু ইতাদির দেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও দিনকেদিন পণ্যসামগ্রীর লাগাটে প্রথম দিকে এ সব পণ্য বাজার জটিল প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হয়। তবে জেডিপিসি ও এর সমস্ত তত্ত্বাবধানে গত্ত ৬মা অন্দয় উদ্যোক্তা শ্রেণির হার না মানা প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক তন্ত হিসেবে বহুমুখী পাটপণ্যের সম্ভবপ্রভাব ও পরিবেশসহত ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিশাপ্রতিত পরিবেশের গুরুত্ব প্রাকিক, পর্যন্বিন ও সিনেমেটিকের বিশাপ্রকৃতর প্রচার সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনমবর্মীয় উদ্যোক্তা বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাটের উপযোগিতা ও সম্ভাবনাকে নতুনভাবে সামনে তুলে ধরেছে।

জেডিপিসি'র হাত ধরে সূচিত এই নতুন পর্বে পাট স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে অবাবদ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জেডিপিসি'র নিবিষ্টচ ১০৪ জন উদ্যোক্তা এখন ৯২ ধরনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের মাধ্যমে পাটখাতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। তাদের উৎপাদিত বহুমুখী পাটপণ্যের স্থানীয় বাজার যেমন দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারেও এ দেশের বহুমুখী পাটপণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহুমুখী পাটপণ্যের তালিকায় রয়েছে সব ধরনের ব্যাগ, বাস্কেট, নারী-পুরুষের স্যুলং-সেন্ডেল, মাফিন, স্কুলসামগ্রি, সুটকেস, সোফাসেট, বেলনা, বিছানা সামগ্রী, শাড়ি, স্কুট জেমিন, শর্ট, শার্ভার্স, কোট, পাঞ্চ থেকে উৎপাদিত গার্মেন্ট সামগ্রী ইত্যাদি। পাটসামগ্রী থেকে তৈরি চা-প্রতিষ্ঠিত পানীয় কর্তাদের জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য পৃথক এইচএস (HS) কোড না থাকার এবং পণ্য রফতানি হলে ঠিক কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে জেডিপিসি'র নিজস্ব জরিপমতে অর্থবছর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এর পরিমাণ প্রায় ১৪ শত কোটি টাকা এবং তা প্রতি বছরই উল্লাফনের মাধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বিশ্বাস করবার মুক্তিসংগত কোন বিদ্যমান বে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মুভাবাসগুলো সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নিলে আমাদের বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার করকতগুণ সম্প্রসারিত হতে পারে। বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার প্রসারণ অনুযায়ী প্রসার লাভ না করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন ও কারিগরি দক্ষতার অভাব। প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে না।

শুরুতে জেডিপিসি'র কার্যক্রম সম্প্রায় উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও তাদের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে নীহিত থাকলেও ধাপে ধাপে তা নানামুখী বিস্তৃতি লাভ করে। ২০০৬ সালের দিকে বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম বিস্তৃতিপ্রবণতে লক্ষ্যে ৩টি বিভাগীয় শহরে প্রশিক্ষী আয়ায় বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা সহায়তা কেন্দ্র (Jute Entrepreneurs Service Centre - JESCentre) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে এ কার্যক্রম অন্যত্র ৩টি বৃহত্ত জেলায় সম্প্রসারিত হয়। উদ্যোক্তাদের সুলভমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে একটি কাঁচামাল ব্যাংক (Raw Material Bank) স্থাপন করা হয়। নিবিষ্ট উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এই কাঁচামাল ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন বহুমুখী পাটপণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার লক্ষ্যে ঢাকাস্থ জেডিপিসি ভবনের দ্বিতীয় তলায় একাংশে নিয়ে একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কেন্দ্রে বর্তমানে শতাধিক উদ্যোক্তা নিয়মিতভাবে তাদের তৈরি বাহারি রকমের বহুমুখী পাটপণ্য সরবরাহ করে চলেছেন। জেডিপিসি'র কেন্দ্রীয় প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র হতে বেসরকারিখাতের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রি বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্মকর্তা ও বিশেষ করে বিদেশি পর্যটকগণ অনেক এবং প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম জেইএসসি পণ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাস্তবে অত্যন্ত আর্থিক অবস্থাসহ সীমাবদ্ধতার কারণে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। জেডিপিসি'র আরেকটি প্রধান কাজ হচ্ছে, উদ্যোক্তাগণের দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ কাজটি চলমান থাকলেও বিভিন্ন প্রতিকন্ধতার কারণে এ ক্ষেত্রেও নানাবধ সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

অন্য দিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণেও জেডিপিসি'র কার্যক্রম প্রত্যাশিত মাত্রায় বিকশিত হতে পারেনি। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত দুর্বলতা। সৃষ্টির পর ২০ বছর অতিক্রান্ত এবং বাংলাদেশ এর উদ্যোগে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের এক প্রকার জোয়ার সৃষ্টি হওয়ার জেডিপিসি এখনো কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। একদিকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত সুযোগ-সুবিধার জন্যবর্মান আর্থিক দায়, অন্যদিকে সুদের হার তেমনবর্মান হওয়ে স্থায়ী আমানত হতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে কাঠামোগত ও রাজস্ব জেডিপিসি সরকারি আর্থিক সহায়তা পায় না। পাটখাত থাকে এবং প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম জেইএসসি পাট পণ্যের বাজার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাশাপাশি আমাদের সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্যোক্তাদের কার্যকর করা যায়নি। ফলে জেইএসসিকেলাদের এখনও পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় কার্যকর করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জেডিপিসি'র আরেকটি প্রধান কাজ হচ্ছে, উদ্যোক্তাগণের দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ কাজটি চলমান থাকলেও বিভিন্ন প্রতিকন্ধতার কারণে এ ক্ষেত্রেও নানাবধ সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

অন্য দিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণেও জেডিপিসি'র কার্যক্রম প্রত্যাশিত মাত্রায় বিকশিত হতে পারেনি। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত দুর্বলতা। সৃষ্টির পর ২০ বছর অতিক্রান্ত এবং বাংলাদেশ এর উদ্যোগে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের এক প্রকার জোয়ার সৃষ্টি হওয়ার জেডিপিসি এখনো কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। একদিকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত সুযোগ-সুবিধার জন্যবর্মান আর্থিক দায়, অন্যদিকে সুদের হার তেমনবর্মান হওয়ে স্থায়ী আমানত হতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে কাঠামোগত ও রাজস্ব জেডিপিসি সরকারি আর্থিক সহায়তা পায় না। পাটখাত থাকে এবং প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম জেইএসসি পাট পণ্যের বাজার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাশাপাশি আমাদের সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্যোক্তাদের কার্যকর করা যায়নি। ফলে জেইএসসিকেলাদের এখনও পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় কার্যকর করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জেডিপিসি'র আরেকটি প্রধান কাজ হচ্ছে, উদ্যোক্তাগণের দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ কাজটি চলমান থাকলেও বিভিন্ন প্রতিকন্ধতার কারণে এ ক্ষেত্রেও নানাবধ সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

পরিবেশের জন্য বিষময় কৃত্রিম উন্নত জাগাম্মীয় ব্যবহারগুলি প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পুনরুজ্জারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে কৃত্রিম তন্ত বর্ধনের বিপরীতে পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্ত বর্ধন গুরুত্বারোপ এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্ব প্রাচীনক ও পলিথিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হতে চলেছে। তবে এজন্য সোনালী আঁশ নামে খ্যাত পাট বহুমুখী পাটপণ্যের এ সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতায় বাস্তবে রূপায়ন করতে হলে আমাদের বিভিন্নদিক থেকেসমূহে অত্যন্ত কাজ করতে হবেঃ (ক) পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ; (খ) বহুমুখী পাটপণ্যের উন্নয়ন, বাজারজাত ও সম্প্রসারণে সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্র ও দায়িত্ব দিয়ে জেডিপিসিকে বর্ধমূলক স্বতন্ত্র একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরসহ এর অর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতায়; (ব) বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ; (গ) বহুমুখী পাটপণ্যের রফতানি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও সকলদের সুবিধার্থে বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য স্পারিনিই এইচএস (HS) কোড প্রবর্তন; (ঘ) বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানো।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ : ঐতিহ্যময় সোনালি আঁশ

মোহাম্মদ আতাউর রহমান (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর

পদ্মা, মেঘনা, যমুনার পলি-বিধৌত উর্বরমাটি আর অনুকূল জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশের পাট বিশ্বসেরা। একসময় এ পাটই ছিল কৃষকের অর্থ-প্রাণপাট একমাত্র অবলম্বন এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় খাত। তাই আবহমান কাল থেকেই এদেশের চাষীরা বংশ পরম্পরায় পাটচাষ করে আসছেন। পাটের সাথে রয়েছে এদেশের মানুষের আবেগের সম্পর্ক, সোনালী ঐতিহ্য আর মহান স্বাধিনতার এক নিবিড় যোগসূত্র। বঙবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার সোনালী আঁশ পাটের 'সোনালী অধ্যায়' আজ আর স্বপ্ন নয়। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত তালোবাসা আর সময়োপযোগী ইতিহাসিক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত আজ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির আমাগার এক অনন্য অধ্যায়। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদনেতা পাট নিয়ে ঘোষণা করেন, এ প্রজ্ঞাপটেই 'সোনালী আঁশের সোনার দেশ, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ'- প্রতিপাদ্য নিয়ে ৬ মার্চ ২০২২ অন্যান্য বারের মতো জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে পাটের সোনালী ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ, পাট-পাটজীন ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন উদ্বুদ্ধকরণ এবং পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের এ নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

আশির দশকে পাটের বিকল্প হিসেবে পলিথিনসহ বিভিন্ন সিনথেটিক পণ্যের প্রচলনের ফলে স্থানীয় বাজারে পাটের বাজার চাপানেরর মুখে পরে। সে কারণে একদিকে ফসলের বহুমুখীকরণ এবং অন্যদিকে পাটের ব্যাযায়মূল্য না পেয়ে চাষীরা বিকল্প ফসল চাষে সচেষ্ট হয়। এছাড়াও পাটের বিষয়ে নিউটাফ-পদক্ষেপের কারণে পাটখাত তার সোনালী ঐতিহ্য হারাতে থাকে। এ প্রক্ষাপটে বর্তমান সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে পাটের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের বিষয়ে অঙ্গীকার করে এবং ক্ষমতায় এসে সরকার পাট-খাতের দ্রুত উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে পাটখাত বাদেশর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত।

পরিবেশ দূষণ রোধ ও পাটকে অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ ও সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০১৩ প্রবর্তন করে। দেশবাসীর জেলা প্রশাসনের সহায়তায় পাট অধিদপ্তর ও আইনের আওতায় নিয়মিত ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালনা করছে। এ আইন ও বিধিমালার আওতায় ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মাছি, বস্তুন, সিরাজ, আলু, জলন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, মরদা, দুধ-দুগ্ধ-দুগ্ধ, পোল্ট্রি ও ফিসফিডস এ পর্যন্ত ১৮টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটের বাধ্য ব্যবহার ব্যাবহারমূলক করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮,৩৮৩টি ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এবং ৫৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পলিথিনের বিভিন্ন নিদর্শনের ব্যাগ ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশের যারাপ্রভাব দূষণ প্রশমিত হচ্ছে। এ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক, প্রশাসন, পুলিশ, মিডিয়া, সুশীলসমাজ ও জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

সরকার মাননীয়ার পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, পাটের ঐতিহ্য ও গুণগতমানের অক্ষীণতাকে সমুন্নত রাখা এবং পাটখীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের আওতায় 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটখীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৫টি জেলার ২২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের নিয়মিত ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে "জেলা কমিটি" এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে গঠিত "উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি" রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাটচাষের উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে চাষীগণ প্রশিক্ষণ হবেন এবং সার্বিকভাবে গুণগত মানসম্মত পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

পাট একটি প্রাকৃতিক বাজে ফসল এবং পাটের রপ্তানি আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এর জুড়ি নেই। পাট ও পাটপণ্য ব্যবহারে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। পাট উদ্ভাবনায় জার্মানি-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে ট্রিন-ব্রাঙ্কের গাছের অফিকার হারাতে থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। এক গবেষণায় জানা যায়, ১ একর জমির পাট ১০০ দিনে বাতাস থেকে ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম। অন্যদিকে একই সময়ে একর প্রতি বৃক্ষ জমির পাট প্রায় ১০.৬৬ টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে এ সুন্দর পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সহায়তা করছে। পলিথিন বা নিদর্শনের পাটের পরিবর্তে পণ্যভার পাটপণ্য ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ কমানো যাবে। এ ছাড়াও পাটচাষে পাট গাছের শিকড় ও কচে পড়া পাতা পাঁচে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য ফসলের রোগ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে। পাটচাষের পর এই জমিতে অন্য যে কোন ফসল চাষ করলে ফলনমূলক অনেক বেশি ফলন হয় এবং চাষী লাভবান হন। অর্থকরী ফসল হিসেবেও পাটের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে প্রতি মণ ছালাআনের পাটের বাজার দর ৩৩০০/-৩৬০০/- টাকা।

বাণিজ্যিকভাবে পাটখীড় ব্যবহার করে চারকোল উৎপাদন করা হচ্ছে। পাট আঁশের পাশাপাশি চাষীরা সম্প্রতি পাটখীড় বিক্রি করেও লাভবান হচ্ছেন। পাট পানীয়তে ব্যবহারযোগ্য চা-পাতা তৈরি করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। পাটের প্রায় ৪০ ভাগ নিঃ